আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস সংখ্যা

তথ্য কমিশন

নিউজ লেটার

ঢাকা ॥ প্রথম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩

সম্পাদকের কলাম

তথ্য কমিশন থেকে নিয়মিতভাবে একটি নিউজলেটার বা সংবাদ বুলেটিন প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা আমাদের অনেকদিনের। ২৮সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৩ উপলক্ষে লালিত সেই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাতে পেরে আজ আমরা অত্যন্ত খুশী। এটি এখন থেকে ত্রৈমাসিক আকারে বের হতে থাকবে।

২৮ সেপ্টেম্বরকে সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস হিসেবে প্রতিবছর পালন করা হয়ে থাকে। এর মূললক্ষ্য হচ্ছে- অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের তথ্য জানা ও পাবার অধিকার সম্বন্ধে ব্যাপক গনসচেনতাসৃষ্টি করা। কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে দিবসটিকে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে জাঁকজমকের সাথে পালন করা হয়। এবছর কানাডায় দিবসটি উপলক্ষে ২৩-২৮ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হবে। আর এবারই তথ্য ক মশন বিভিন্ন এনজিও'র সহযোগিতায় দিবসটি সারাদেশব্যাপী ব্যাপকভাবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করছে।

বাংলাদেশের তৃণমূল প্রশাসন থেকে শুরু করে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই সরকার ২০০৯ সালে "তথ্য অধিকার আইন-২০০৯" জারী করেছে, সারাবিশ্বে বাস্তবায়নের অগ্রগতির দিক থেকে যা ইতোমধ্যেই একাদশ অবস্থান দখল করে নিয়েছে।

সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সংবাদ মিডিয়া, জনগণসহ সবাই এ আইনের প্রচার-প্রসার এবং সফল বাস্তবায়নে সক্রিয় ভুমিকা রাখলেই সরকারের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা সফল হতে পারে এবং দেশ-জাতি উপকৃত হবে নিঃসন্দেহে।

পরিশেষে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা নির্দ্বিধায় তথ্য অধিকারসংক্রান্ত লেখা পাঠান। আপনাদের আরটিআইবিষয়ক যেকোনো মূল্যবান মৌলিক লেখা, মন্তব্য-পরামর্শ এবং প্রশ্নোত্তর আমরা প্রতিসংখ্যায় ছাপানোর চেষ্টা করবো। তাই নিউজলেটার পড়ুন, পরামর্শ দিন এবং একে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিন। ধন্যবাদ।

লেখা পাঠাবার ঠিকানাঃ
Email: shahalambadsha@yahoo.com
pro@infocom.gov.bd

ফেসবুক পাতা থেকে পাঠকের মন্তব্য

তথ্য কমিশন

১। Prince smji: তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে আলোচ্য ফরমগুলো (তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র) সফল তাবিজ / কবজের ন্যায় কাজ করে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আগে কোন তথ্যের জানতে চাইলে, কোন কোন অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার "আজরাইলের" মতো ভাব নিতো।

এই তথ্য অধিকার আইন শুরু হবার পর এসব ফরম এমনই তাবিজ হিসেবে কাজ করে, তথ্য অধিকারের ফরমগুলোর মাধ্যমে, ঐ আজরাইলরূপী অফিসারগুলই শান্তিদূতের মতো তথ্য প্রদান করে।

দেশের তথ্য অধিকার আইনকে জানাই সুস্বাগত। জনকল্যাণমূলক এমন আইন প্রণয়নের জন্য কর্তৃপক্ষকে জানাই অভিনন্দন...

২। Moses Mardi: সরকারের এই বুদ্ধি এতো দিন কোথায় ছিল?

৩। Mostafizur Rahaman: সরকার তথ্য অধিকারের ব্যাপারে ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৪। Banker Saiful Islam: তথ্য কমিশন এবং প্রগতিব্যাংক উভয়ই জনগণের অধিকারের কথা বলে।

৫। Bikash Halder: এই তথ্য কমিশন গঠন করার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ।

৬। Tamim Mahamud: আমাদের প্রয়োজন যথাযথ ও সঠিক তথ্য।

২৪।০৬।২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানীর একাংশ

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

প্রশ্নঃ ০১। আপীল কর্তৃপক্ষ কারা এবং কে নিয়োগ দেবেন?

উত্তরঃ তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২(ক) অনুসারে তথ্যপ্রদান ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান অথবা তথ্যপ্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্যপ্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান হবেন আপীল কর্তৃপক্ষ।

আর পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে সচিবগণ হবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তাদের আপীল কর্তৃপক্ষ থাকবেন সংশ্লিষ্ট পৌরমেয়র এবং চেয়ারম্যানগণ।

প্রশ্নঃ ০২। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে?

উত্তরঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ধারা ২(খ) ও ২(ঘ) অনুসারে নিম্নলিখিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র, বিভাগ, জেলা ও সর্বনিম্ন উপজিলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে। যথাঃ

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সৃষ্ট কোন সংস্থা;

(খ) বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;

(গ) কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হতে সাহায্য পুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) বিদেশী সাহায্য পুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(চ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ছ) সরকার কর্তৃক সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্নঃ ০৩। বিচার বিভাগের তথ্য কিভাবে পাওয়া যাবে?

উত্তরঃ তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২(খ) এর (অ) অনুসারে বিচারবিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট সংস্থা। ধারা-৯ অনুযায়ী সংশি-ষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য পাওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ ০৪। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে "১৯২৩ সালের গোপনীয় আইন" এবং "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯", কোনটি প্রাধান্য পাবে ?

উত্তরঃ ১৯২৩ সালের গোপনীয় আইনের যে সব ধারা তথ্য প্রদানে বাধা হিসেবে চিহ্নিত হবে, সেই সকল ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রাধান্য পাবে (ধারাঃ ৩)।

প্রশ্নঃ ০৫। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী ও শিশুরা এই আইন অনুযায়ী কী সুবিধা পাবেন ?

উত্তরঃ এই আইনের ধারা-৪ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের তথ্যলাভের অধিকার রয়েছে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য। এই আইনে নির্দিষ্ট করে নারী ও শিশুর কথা বলা হয়নি।

প্রশ্নঃ ০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে কেউ যদি তথ্য বিকৃত করে প্রচার করে, সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়ী থাকবে কিনা?

উত্তরঃ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৪ (৫) অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রত্যয়ন করা থাকবে এবং তাতে প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সীল থাকবে। সেক্ষেত্রে কারও তথ্য বিকৃত করে প্রচার করার কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্নঃ ০৭। রোগীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি (যেমন, এইচআইভি, এইড্‌স প্রভৃতি) রোগীর অনুমতি ছাড়া দেওয়া যায় না, মেডিকেল ইথিকস্ অনুযায়ী এক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তরঃ এই আইনের ধারা ৭ (জ) ও (ঝ) অনুসারে ব্যক্তিগত তথ্যাদি প্রদান করা যাবে না।

বিশেষ ঘোষনা

প্রিয় পাঠক, আগামী সংখ্যা নিউজ লেটার ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস-২০১৩ হিসেবে বের হবে। তাই আগ্রহীদের আগামী ০১ ডিসেম্বরের মধ্যেই লেখা, প্রশ্ন বা মন্তব্য-পরামর্শ নিম্ন ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে-

Email:
shahalambadsha@yahoo.com
pro@infocom.gov.bd

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৩

মোহাম্মদ ফারুক

বিশ্বে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত নেতৃবৃন্দ বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে ২০০২ সালে এক সভায় মিলিত হয়ে ২৮ সেপ্টেম্বরকে তথ্য জানার অধিকার দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালের ২৮সেপ্টেম্বর প্রথম আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়।

স্মর্তব্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তাই জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ উপলব্ধি থেকেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ হয় এবং ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হতে আইনটি কার্যকর হয় এবং একই দিনে আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশন গঠিত হয়।

উল্লেখ্য, কমিশনের ওয়েবপোর্টাল স্থাপনসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, আইনের বিষয়ে জনউদ্বুদ্ধকরণ সভা, কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণসহ জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কমিশন যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

এই আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে সরকার ও জনগনের মাঝে সেতুবন্ধন রচিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত যত নতুন আইন তৈরী হয়েছে তার মধ্যে এ আইনটিই রাষ্ট্রের ওপর জনগণের কর্তৃত্ব স্থাপনের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। বিশেষ করে সমাজের সকল স্তরের মানুষের পাশাপাশি সবচেয়ে অবহেলিত, বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা মানুষেরা যাতে তাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে পারে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে পারে সেক্ষেত্রে এ আইনটি সবচেয়ে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করছে।

দুর্নীতিদমনের কৌশল হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের প্রচলন সারাবিশ্বে শুরু হয়েছে। এটি এমন একটি আইন যা প্রয়োগ করে জনগণ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুফল ভোগ করতে পারে। জনগণকেই এ আইনটি প্রয়োগ করতে হবে, প্রয়োগ করতে শিখতে হবে এবং জানতে হবে। আমরা তথ্য কমিশন থেকে এ বিষয়ে জনগণকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। আইনটি বাস্তবায়নের জন্য প্রচার কৌশল একটি চলমান প্রক্রিয়া।

আমি বিশ্বাস করি, এ আইনের সফল বাস্তবায়নে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা গোপনীয়তার মনন ভেঙ্গে জনমুখী সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। জনগণ ক্ষমতায়িত হবে এবং রাষ্ট্রে জনগণের মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে আইনটি সম্পর্কে জানা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার অস্ত্র হিসেবে আইনটিকে ব্যবহার করাই হলো বড় চ্যালেঞ্জ এবং এ চ্যালেঞ্জ সফলভাবে উত্তরণের মধ্যেই রয়েছে আইনের প্রত্যাশিত অর্জন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনগণের সমর্থন এবং আন্তরিকতায় এ আইনটি প্রতিষ্ঠালাভ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তথ্য কমিশনের এ দীর্ঘ পথচলায় সবার সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

লেখক: প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা

মোহাম্মদ আবু তাহের

প্রায় আড়াইশ' বছর (১৭৬৬) পূর্ব থেকে বিশ্বের অনেক দেশে বিভিন্ন নামে তথ্য অধিকার আইনের প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশে আইনটির প্রচলন হয় ২০০৯ সালের ১লা জুলাই থেকে। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছায়, তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক ২০০৮ সালের ২০ অক্টোবর জারীকৃত তথ্য অধিকারসংক্রান্ত অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জারীকৃত ১২২টি অধ্যাদেশের মাঝে মাত্র ৩২টি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করা হয়। তন্মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অবস্থান ২০তম। তথ্য অধিকার আইনসংক্রান্ত বিশ্বপরিবারে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৬তম। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বমূল্যায়নে অবস্থান ১১তম।

রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান, রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিরূপন, দুর্নীতি হ্রাসকরণ, সুশাসন ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর মূখ্য উদ্দেশ্য। এ সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বল্পসময়ে কমিশনের অর্জিত অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও সমস্যাদি নিয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

তথ্য কমিশনকে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশাসনিক ও আর্থিক সমস্যাদি সমাধানে ব্যয় করতে হয়েছে প্রায় দেড়বছর। অফিসের স্থান

সংকুলান, আর্থিক সংস্থান ও জনবল নিয়োগের জন্য যথেষ্ঠ সময় ব্যয় হয়েছে। একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে হয়েছে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রচারণা, প্রকাশনা, প্রশিক্ষণ ও বিচারকার্যক্রমকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

প্রচারণা

প্রচারণার অংশ হিসাবে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এ পর্যন্ত ৮১টি জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণের সাথে ২৯টি মতবিনিময় সভা/কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম ও দশম শ্রেণী পর্যায়ে পাঠ্যক্রমে (সিলেবাস) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১০সালে কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রতিসপ্তাহে গড়ে বিশ্বের ৩২টি দেশ থেকে ২,১১৯জন কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট করে থাকে।

তন্মধ্যে গড়ে ১,৮২৫জন থাকে ইউনিক ভিজিটর। দুইটি মোবাইল ফোন কোম্পানীর সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিনামূল্যে তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত প্রায় ৭০কোটি এসএমএস এবং ২৫,৩৮৩ মিনিটের টেলিভিশন স্ক্রলবার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে গ্রামীণফোন কর্তৃক ৬৩কোটি (৯০%), অবশিষ্ট ৭কোটি (১০%) এসএমএস রবি কর্তৃক প্রেরণ করা হয়েছে। বিদেশীদের মাঝে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রচারণা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত ও উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়েছে।

প্রকাশনা

প্রচারণা ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত ব্যবস্থাদি ছাড়াও কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, বিধি-বিধান, ম্যানুয়েল, বার্ষিক প্রতিবেদন, কেইস ডিসিশন, বুকলেট, লিফলেট ইত্যাদি বিষয়ে ১৮টি প্রকাশনা তৈরি করে জনগণের মাঝে বিতরণ ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে ব্রেইল পদ্ধতিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ছাপানো হয়েছে।

প্রশিক্ষণ:মন্ত্রণালয় থেকে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ১৪,২৫০জন তথ্য সরবরাহকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ১০,৫৯৩জন সরকারী এবং ৩,৬৫৭জন বেসরকারী (এনজিও)। এই সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান হয়। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অপ্রতুল প্রচারণার কারণে এই সংখ্যা কম হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সর্বমোট ৬,৭০০জন সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৩টি মন্ত্রণালয় ও তাদের অধীনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তথ্য কমিশন, এফএনএফ ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি এর যৌথ প্রচেষ্টায় ঢাকা মহানগরীর ৪০৫ জন সংবাদিককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিপিএটিসি, বিএআরডি (বার্ড), বিআইএএম, জেএসটিআই, এনডিসি, পিএসসি, এনপিআই, পিআইবি, এনআইএলজি, বিআইএম, আইএফবি, এনএইএম, এনএপিডি, এনএসডব্লিউএ, বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমী, আরপিএটিসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে ও কমিশনের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) পর্যায়ে এমজেএফ, ব্র্যাক, এফএনএফ, এমআরডিআই, বিএনএনআরসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বিচারিক কার্যক্রম

অভিযোগকারীগণ কর্তৃক এ পর্যন্ত ৪৫২টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দাখিল করা হয়েছে। তন্মধ্যে পূর্ণাঙ্গ শুনানীর মাধ্যমে ২১১ টি রায়/সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। ১৯৭টি অভিযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২৩টি অভিযোগ তথ্য অধিকার আইনের অধিক্ষেত্রভুক্ত না হওয়ায় বাতিল করা হয়েছে। ২১টি অভিযোগ শুনানীর জন্য বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী দোষী প্রমাণিত হওয়ায় ২জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করা হয়েছে এবং ১৫জনকে তিরস্কার করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ১০জন আপীল কর্মকর্তাকে আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন ও তথ্য সরবরাহকরণ

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রাপ্তির জন্য বিগত ৩বছরে ৪৯,৬৯৩ টি আবেদন পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ৪৮,৭৫০ টি তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তথ্য সরবরাহের হার ৯৭.৭১% ভাগ। তথ্যের মূল্য বাবদ ৬৬, ২৫,৪৪৯.০০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতির সাথে সাথে কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধকতাও লক্ষ্য করা গেছে। আইনানুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না দেয়া, অপ্রতুল প্রচারণা, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তথ্য গোপন করার প্রায় ১০০ বছরের পুরাতন সংস্কৃতি, আবেদনকারীগণের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সশরীরে আবেদন করার অনীহা, তথ্য প্রাপ্তির পর বার বার 'না-দাবী' দেয়ার প্রবণতা, আইনি দুর্বলতা, বিচার কার্যক্রম ও প্রশাসন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায় হিসাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পরিশেষে, স্বল্প সময় এবং শত প্রতিকূলতার মাঝেও বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিচর্চা (নার্সিং) ও নিয়মিত মূল্যায়ন। আইনি দুর্বলতাসহ সকল সমস্যাদি সমাধানপূর্বক সকল শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিসহ, প্রশাসন, জনগণ ও জনপ্রতিনিধিগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনকে তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক: তথ্য কমিশনার ও সাবেক সচিব

তথ্য জানা জনগণের অধিকার

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

বর্তমান যুগে তথ্য বিভিন্নস্তরের জনগণকে ক্ষমতায়ন করে। জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, এমনকি পারিবারিক জীবনেও তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আজ ২৮সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস। বাংলাদেশের ন্যায় বহু রাষ্ট্রে তথ্য অধিকার আইন আছে। তাই তথ্যের অবাধপ্রবাহ একটি জাতিকে শক্তিশালী করতে পারে। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্তির জন্য তথ্যের উন্মোচন অপরিহার্য। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যের অবাধপ্রবাহ প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করে। আইনটি গণতন্ত্রের বিকাশ ও মানবাধিকাররক্ষার ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৪-এ বলা হয়েছে "কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্যলাভের অধিকার থাকবে এবং

নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্যসরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে"। তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য হচ্ছে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দুর্নীতি প্রতিরোধ, দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রকে সুসংহত রাখা। তাই বলা যায়, এ আইন ক্ষমতাবানদের ওপর তথ্যসরবরাহের ক্ষেত্রে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। একজন নাগরিক তথ্য অধিকার আইন এর ৭ ধারায় বর্ণিত তথ্য ব্যতীত অন্য সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত এনজিও এর কাছে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করে তথ্য চাইতে পারেন। তেমনিভাবে ধারা ৩২-এ ৮টি গোয়েন্দা সংস্থা কোন তথ্যপ্রদান করবেনা কিন্তু দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনসংক্রান্ত তথ্যপ্রদানে বাধ্য। আবেদনকারী (ধারা-৯) দ্বারা তথ্যপ্রদানে অনীহা আইনের লঙ্ঘন এবং তথ্যপ্রার্থী সেক্ষেত্রে আইনি প্রতিকার চাইতে পারেন । বহুজাতিক কোম্পানীগুলিকে তথ্য অধিকার আইনের মধ্যে সম্পৃক্ত করা হয়নি । উন্নত এবং অনুন্নত বিশ্বের বেশকিছু দেশে এদের বাদ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টর বাংলাদেশের সম্পদ ও জনগণ নিয়ে কাজ করে। জনগণও বহুজাতিক কোম্পানীর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হতে চায়। কেননা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে উলেস্নখ আছে যে, "জনগণই হবে প্রজাতন্ত্রের মালিক" সে অর্থে অবশ্যই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার মাধ্যমে তথ্য উন্মোচন করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে তথ্য অধিকার এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা অবশ্যই পৌছাতে হবে।

বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ যেমন: বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কায় অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বর্তমানে তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগগুলোর সিংহভাগই আসছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট হতে যারা মূলত রিইব, নাগরিক উদ্যোগ, মানুষের জন্য ফাউ-শন, নিজেরা করি প্রভৃতি এনজিওর সহযোগিতায় অভিযোগ পেশ করে। এছাড়া রয়েছেন সাংবাদিক, অ্যাডভোকেট, পরিবেশকর্মী, এনজিওকর্মী, ছাত্র, চাকরীচ্যুত কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসায়ী, গৃহিণীসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন। কিন্তু দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিজস্ব উদ্যোগে এ আইনের সুফল ভোগ করতে এখনো পারছেন না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, কিভাবে তাদের কাছে তথ্য পৌছে দেওয়া যায়। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকের ইন্টারনেটে প্রবেশগম্যতা নেই।

বাংলাদেশের মতো অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশেও একই অবস্থা বিরাজমান। সঠিক তথ্যলাভে ইন্টারনেট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দরিদ্র মানুষের ইন্টারনেটে অভিগম্যতা নেই। তাই তথ্য জানার ক্ষেত্রে রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র প্রকাশনা, নাগরিক সনদ, বিলবোর্ড, জনপ্রিয় থিয়েটারের মাধ্যমে আরো বৃহৎ পরিসরে সচেতনতামূলক ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য কমিশনের তথ্যবাতায়ন উদ্বোধনকালে বলেন, 'তথ্য অধিকার দরিদ্র, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে'। তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন। বিশেষ করে দেশের উন্নয়নকল্পে এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে গণসচেতনতাসৃষ্টি করাই তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য। তাই এ লক্ষ্যেই তথ্য অধিকার আইন কাজ করে যাচ্ছে।

লেখক: তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন

৩ জেলায় জনঅবহিতকরণসভার অভিজ্ঞতা

মোঃ ফরহাদ হোসেন

তথ্য কমিশনের অনেকগুলো কাজের মধ্যে জনগণকে তাদের তথ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিতকরণের মাধ্যমে অধিকারসচেতন করে তোলা একটি প্রধান কাজ। বিভিন্নভাবে তথ্য কমিশন একাজটি করে আসছে। জনঅবহিতকরণ কাজের একটি অন্যতম উপায় হিসেবে জেলাপর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণের সক্রিয় সহযোগিতায় তথ্য কমিশন জনঅবহিতকরণসভার আয়োজন করে থাকে। এখন পর্যন্ত তথ্য কমিশন ৬৪ জেলার মধ্যে ৬০টি জেলায় জনঅবহিতকরণসভা করেছে। সভাগুলোতে জেলাপর্যায়ে সকল সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ইমামসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনে প্রদত্ত নাগরিক অধিকার ও তথ্যপ্রদানে কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ সভাগুলোতে প্রশ্নোত্তর পর্বও রাখা হয় যার মাধ্যমে আইনের স্পষ্টীকরণ করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

১৬।০৮।২০১৩ তারিখে লালমনিরহাটে অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণসভা

সম্প্রতি রংপুর বিভাগের লালমনিরহাট, গাইবান্ধা এবং নীলফামারী জেলায় জনঅবহিতকরণসভা করা হয়েছে। ১৬-০৮-২০১৩ তারিখে লালমনিরহাটের জনঅবহিতকরণ সভায় ১৬৩জন, ১৭-০৮-২০১৩ তারিখে গাইবান্ধায় ১৬৪জন এবং ১৮-০৮-২০১৩ তারিখে নীলফামারীতে ২০৯জন অংশগ্রহণ করেন। এ তিনজেলার জনঅবহিতকরণসভায় তথ্য কমিশনের গণসংযোগ কর্মকর্তা মোঃ শাহ আলম এবং আমি তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করি। জনঅবহিতকরণসভাগুলোতে উপস্থিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনায় দেখা গেছে, অনেকেই তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে শুনেছেন। কিন্তু আইনে নাগরিকদের ক্ষমতায়নের জন্য কী ধরনের অধিকার দেয়া হয়েছে, তা জানেন না। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ কোন কোন তথ্য দিতে বাধ্য, তা কেউ বলতে পারেন না। তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা বিষয়টি সকলের সামনে তুলে ধরায় সকলেই এ আইনের সুফল সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

তারা স্বীকার করেছেন যে, তথ্য অধিকার আইন জনগণের ক্ষমতায়নের একটি অন্যতম হাতিয়ার। আমরা নেতৃস্থানীয় সকলকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে জনগণকে জানানোর জন্য অনুরোধ করেছি।

১৭।০৮।২০১৩ তারিখে গাইবান্ধার জনঅবহিতকরন সভার একাংশে

জেলাপর্যায়ের জনঅবহিতকরণসভার মতো উপজেলা পর্যায়েও জনঅবহিতকরণসভা ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা গেলে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে আরো বেশী সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে এবং আইনটি বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে বলে আশা করা যায়।

লেখক: সচিব, তথ্য কমিশন

এসেছে দেশে নতুন নীতি
তথ্য দিতে নাই যে ভীতি

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯
২০০৯ সনের ২০ নং আইন

তথ্যের অবাধপ্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং
যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক; এবং
যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা

এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং
যেহেতু সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা

পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।–(১) এই আইন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের–

(ক) ধারা ৮, ২৪ এবং ২৫ ব্যতিত অন্যান্য ধারা ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) ৮, ২৪ এবং ২৫ ধারা ১লা জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই আইনে–

(ক) "আপীল কর্তৃপক্ষ" অর্থ –

(অ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা

(আ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকিলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান;

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ–

(অ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা;

(আ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;

(ই) কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঈ) সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(উ) বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঊ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; বা

(ঋ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(গ) "কর্মকর্তা" অর্থে কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) "তথ্য প্রদান ইউনিট" অর্থ–

(অ) সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সহিত সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;

(আ) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;

(ঙ) "তথ্য কমিশন" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন;

(চ) "তথ্য" অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ছ) "তথ্য অধিকার" অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার;

(জ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(ঝ) "তৃতীয় পক্ষ" অর্থ তথ্যপ্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্যপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত জড়িত অন্য কোন পক্ষ;

(ঞ) "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা;

(ট) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(ঠ) "প্রবিধান" অর্থ ধারা ৩৪ এর অধীন প্রণীত কোন প্রবিধান;

(ড) "বাছাই কমিটি" অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(ঢ) "বিধি" অর্থ ধারা ৩৩ এর অধীন প্রণীত কোন বিধি।

৩। আইনের প্রাধান্য।–প্রচলিত অন্য কোন আইনের–

(ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না; এবং

(খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। তথ্য অধিকার।–এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৫। তথ্য সংরক্ষণ।–(১) এই আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করিয়া যাথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে। (চলবে)

তথ্য অধিকার আইন: উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নে আইনগত প্রতিবন্ধকতা

নেপাল চন্দ্র সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। বাস্তবে নির্দিষ্ট সময় পর পর ভোটার হিসেবে স্বীকৃত নাগরিকগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত আর কোন ক্ষেত্রে তাঁদের এ ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পান কিনা তা বিবেচ্য। সংবিধান ও অন্যান্য আইনে নাগরিকগণকে যে সকল অধিকার দেয়া হয়েছে সে সকল অধিকার সরকারী-বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক কেন যথাসময়ে যথানিয়মে তাঁদেরকে দেয়া হয় না বা তাঁরা পান না, তা জানার অধিকার নিশ্চয়ই জনগণের রয়েছে। সরকারী এবং সরকারী বা বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারী সংস্থাগুলো জনগণকে যে সকল সেবা দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো যথাসময়ে উক্ত সেবা যথাযথ পদ্ধতিতে দিচ্ছে কিনা বা জনগণ তার সুবিধাদি পাচ্ছেন কিনা, না পেয়ে থাকলে কেন পাচ্ছেন না তা জানার অধিকার দিয়েছে এই তথ্য অধিকার আইন। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এ সকল সংস্থার ওপর জনগণের কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নপূর্বক সংস্থাগুলোতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কর্ম সম্পাদনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে দুর্নীতি হ্রাসই তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য। এই আইনটি হচ্ছে জনগণের অধিকার আদায়ের অন্যতম হাতিয়ার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতাকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সংবিধানে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সরাসরি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত না হলেও তা চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় তথ্য প্রাপ্তির অধিকারও মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তবে এক্ষেত্রে কতিপয় যুক্তিযুক্ত শর্ত সংবিধানে সন্নিবেশিত রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জনগণকে যে কোন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য জানার অধিকার প্রদান করে জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার করেছে এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন যুগের সূচনা করেছে।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন শব্দগুলো পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শাসন প্রক্রিয়ায় দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে স্বচ্ছতার প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে - কোনরূপ গোপন আলোচ্য বিষয় আছে কিনা। যদি গোপন আলোচ্য বিষয় না থাকে, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য পাওয়া গিয়েছে কিনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণার্থে উপস্থাপিত সকল যুক্তি, অনুসরণীয় ও অনুসরিত পদ্ধতি, লেনদেন ইত্যাদি জনগণের জন্য উন্মুক্ত কিনা, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি সমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা, ইত্যাদি বিষয় বিবেচ্য। কোন প্রতিষ্ঠানে / কর্তৃপক্ষে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য উলে-খিত শর্তগুলো যদি পূরণ করা হয় তবেই বলা যাবে যে কাজটি স্বচ্ছভাবে সম্পাদন করা হয়েছে বা প্রতিষ্ঠানটির কার্য সম্পাদনে স্বচ্ছতা রয়েছে। এটি হচ্ছে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের একটি অব্যাহত প্রচেষ্টা।

অন্যদিকে জবাবদিহিতা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসাবে যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয় সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন পক্ষ থেকে উত্থাপিত হলে তার সন্তোষজনক জবাব দেওয়ার সক্ষমতা। প্রয়োজনীয় কর্মপরিবেশ তৈরী করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়ার পর কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত কাজের জন্য উত্থাপিত সকল প্রশ্নের জবাব দেয়ার সক্ষমতাই হচ্ছে জবাবদিহিতা। সোজা কথায় কোন কাজ কেন করা হলো তার সন্তোষজনক জবাব দেয়াই জবাবদিহিতা। আর তথ্য অধিকার আইন জনগণকে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপনের আইনগত সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ নাগরিকগণ কর্তৃক অনুরোধকৃত তথ্যাদি প্রদানে বাধ্য। উক্ত আইনের ৩ ধারায় তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্যের বিষয়টিও উলেস্নখ করা হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন আইনে বিশেষত ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয় আইন এবং ১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা পূর্ববৎ বলবৎ থাকায় তথ্য সরবরাহের জন্য নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন কিনা সে বিষয়ে দ্বিধান্বিত থাকেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে যাচিত তথ্য সরবরাহ করেন যা তথ্য অধিকার আইনে বিধেয় নয়। তথ্য অধিকার আইনের ৭ধারায় উলি-খিত কতিপয় তথ্যাদি ব্যতীত অন্যান্য সকল তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে প্রদানে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেও তা যথাযথভাবে অনুসরিত হচ্ছে না মর্মে সম্প্রতি পরিচালিত একাধিক জরীপে পরিদৃষ্ট হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মনে এ বিষয়ে সরকারী গোপনীয় আইন এবং আচরণ বিধিমালার ধারণা পূর্ববৎ বলবৎ থাকায় তা তথ্য না দেয়ার পক্ষে অজুহাত হিসেবে দেখানোর সুযোগ সৃষ্টি করে এবং অন্যদিকে যাচিত তথ্য প্রদান করলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হবে কিনা সে বিষয়টিও তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। এরূপ ভীতির মূল কারণ দুটি হচ্ছে সরকারী গোপনীয় আইন এবং ১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালায় তথ্য সরবরাহে বাধা ও শাস্তির বিধান বহাল থাকা।

তথ্য অধিকার আইনের ৩ ধারায় এই আইনের প্রাধান্য বর্ণিত হলেও সরকারী গোপনীয় আইন ৯০ বছর এবং সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ৩৪ বছর অনুসরণের প্রেক্ষিতে তথ্য না দেয়ার মানসিকতা মাত্র ৩/৪ বছরে দূরীভূত হবে এটা আশা করা যায় না। তদুপরি তথ্য না দেয়ার মানসিকতার পিছনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি কাজ করে তা হচ্ছে কর্ম সম্পাদনে স্বচ্ছতার অভাব এবং স্বচ্ছতার অভাবের সুযোগে দুর্নীতি। ফলে তথ্য অধিকার আইন জারীর অপর মূল লক্ষ্য সকল কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে দুর্নীতি কমিয়ে আনা বা রোধ করার বিষয়টি অর্জনে সরকারী গোপনীয় আইন ও সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা প্রতিবন্ধিকতা সৃষ্টি করছে। যেখানে সুস্পষ্ট আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেই নানাবিধ সমস্যা বিরাজমান সেক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক আইনের প্রয়োগ অবশ্যই জটিলতর। এরূপ সাংঘর্ষিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সৃষ্ট অসুবিধা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণার্থে তথ্য কমিশনের কার্যাবলীর ১৩(৫)(ঘ) তে তথ্য কমিশনকেই প্রাথমিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন জারীর পর ৪ বছর উত্তীর্ণ হলেও দুটি আইনের এরূপ একটি সাংঘর্ষিক অবস্থান নিরসনের জন্য এখন পর্যন্ত কোন প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণপূর্বক সংশোধন করা হয়নি। ফলে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

এ অবস্থা নিরসনকল্পে তথ্য কমিশনকেই উদ্যোগী হতে হবে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ, আইনবিষয়ক শিক্ষকবৃন্দ, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনাকারী এনজিওগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের সমন্বয়ে সভা/ওয়ার্কশপ আয়োজন করে একটি সুপারিশমালা তৈরী করে সরকারের বিবেচনার জন্য দাখিল করা অত্যন্ত জরুরী। একই সাথে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী আচরণ বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধিটিও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। উলেস্নখ্য, আরো কয়েকটি আইনের কতিপয় ধারাও তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক বিবেচনায় এগুলোর সংশোধন প্রয়োজন রয়েছে যা পর্যায়ক্রমে প্রায়োগিক দিক বিবেচনাপূর্বক চিহ্নিত করে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন।

লেখক-প্রাক্তন সচিব, তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন কর্তৃক ৫০০ সাংবাদিকের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ চলছে

তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষে তথ্য কমিশন প্রথম পর্যায়ে ঢাকায় অবস্থিত সাংবাদিকদের জন্য তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ে ২০১৩ সালের ৭জুলাই থেকে ৫০০জনের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ করেছে।

জার্মানভিত্তিক এনজিও এফএনএফ এর সহযোগিতায় তথ্য কমিশন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে প্রতিগ্রুপে ৫০জন করে ১০টি ব্যাচে এ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। উলে-খ্যযে, ৭জুলাই প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

[illegible]

এ পর্যন্ত ৯টি ব্যাচের সাংবাদিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। ৯টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ৭, ১৫, ২২ ও ২৯ জুলাই, ২৩ ও ৩০ আগস্ট এবং ১০ ও ১৩ সেপ্টেম্বরে। সর্বশেষ ১০ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ ২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটবে।

৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্যে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে

তথ্য কমিশনের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফল হিসেবে ২০১২-২০১৩ সেসনের নবম-দশমশ্রেনীর পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে এবারই প্রথম দুটো প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২১/০৯/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের একাংশ

কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মনে তথ্য অধিকার আইনের বীজবপণ করাই এর মূললক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পাঠদানকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ নিয়েছে তথ্য কমিশন। ঢাকা মহানগরীর শিক্ষকদের জন্য প্রতিব্যাচে ৩০জনকে নিয়ে ২০১৩ সালের ১৯মে থেকে শুরু হয়েছে এ প্রশিক্ষণ। এর ২য় ও ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ৩০জুন ও ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯

১০টি অভিযোগের শুনানীশেষে ৯টির নিষ্পত্তি

ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্যবঞ্চিত ১০জন অভিযোগকারীর আমলে নেয়া অভিযোগের শুনানীশেষে তথ্য কমিশন আজ ৮টি অভিযোগের নিষ্পত্তি এবং ২টি অভিযোগের শুনানীর পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করে।

২৩.০৯.২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানীর একাংশ

উল্লেখ্য যে, অভিযোগকারীগণ নির্ধারিত ফরম্যাটে তথ্যচেয়ে বঞ্চিত হবার পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেন। সেখানেও প্রতিকার না পেয়ে আইনানুযায়ী তথ্য কমিশনে অভিযোগপেশ করে থাকেন। কমিশন উভয়পক্ষকে সমন দেয়ার পর শুনানীর মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি করেন।

আজকের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে-ঢাকার নাসিম আহমেদ কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত বদলীর অর্ডারের কপি অভিযোগকারীকে প্রদান না করার কারণ জানাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য, ঢাকার আলাউদ্দিন আল মাছুম কর্তৃক তেজগাঁও সার্কেল এর সহকারী কমিশনার ভূমি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নিকট জমিসক্রান্ত তথ্য, ঢাকার দেলাওয়ার বিন সিরাজ কর্তৃক মিল্কভিটার বর্তমান চেয়ারম্যান হাসিব খান তরুন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সুবিধার তথ্য, ঢাকার মোঃ হারুনার রশীদ জমাদ্দার কর্তৃক ভূমিসংস্কার বোর্ড, বিআইডবি-উটিএ ভবন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ঢাকার নওয়াব এস্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডস এর সিএ-রোল ও অন্যান্য তথ্য, বরিশালের মোঃ আব্দুল হাকিম কর্তৃক উপকূলীয় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়

এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতার নিকট অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাসংক্রান্ত তথ্য, কিশোরগঞ্জ জেলার মাওলানা ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ কর্তৃক ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল সাবরেজিস্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিকট জেলা রেজিস্ট্রার বরাবর দাখিলকৃত একটি পত্রের প্রতিবেদনপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া উল্লেখযোগ্য।

শুনানীতে অংশ নেন যথাক্রমে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক, তথ্য কমিশনার সাবেক সচিব এম এ তাহের ও তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম।

তথ্য অধিকার আইনে ১৪ অভিযোগের শুনানী

১২টির তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি এবং ২টি অনিষ্পন্ন

ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ আওতায় গতকাল ও আজ মিলে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ১৪টি অভিযোগের শুনানী অনুষ্ঠিত হলে মোট ১২টির নিষ্পত্তি হয়। গতকাল অনুষ্ঠিত ৮টির শুনানীশেষে ৬টির নিষ্পত্তি এবং ২টি অভিযোগের পরবর্তী শুনানীর তারিখ নির্ধারিত হয়। আজ ৬টির শুনানীশেষে সবগুলো অভিযোগের তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি করা হয়। উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুনানীতে এ পর্যন্ত ৫২টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হলো।

শুনানীতে অংশ নেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার সাবেক সচিব এম এ তাহের ও কমিশনার অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম।

নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঢাকার রাশিদা ইসলাম কর্তৃক রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ থেকে ৪৭/৪৮ নম্বর দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনটির লিজের জন্য টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং স্বত্বাধিকারীদের নাম-ঠিকানাসহ এ সংক্রান্ত আরো কিছু তথ্য না পাওয়া, তথ্য কমিশনের নির্দেশমত ঢাকার চৌধুরী মুহাম্মদ ইসহাককে সোনালী ব্যাঙ্ক কর্তৃক পাবলিক ডকুমেন্ট অডিট রিপোর্টের বদলে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা, মোঃ আব্দুল হাকিম কর্তৃক বিভাগীয় মামলার বিভিন্ন তথ্যসহ তার ৪টি আপীল আবেদনের বিষয়ে বনমন্ত্রনালয়ের গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য না পাওয়া এবং ঢাকার ব্যারিস্টার সারোয়ার হোসেন কর্তৃক একজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে ১৯৭৪-৭৫ সালে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলার তথ্য বানারী থানা থেকে না পাওয়া ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগগুলোর অনেক অভিযোগকারী সমনপ্রাপ্তির পর তাদের প্রার্থিত তথ্য পাওয়ায় এবং তথ্যপ্রদানে ব্যর্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রার্থিত তথ্যপ্রদানের নির্দেশসহ অভিযোগগুলোর নিষ্পত্তি করা হয়।

সম্পাদক : শাহ্ আলম বাদশা, প্রকাশনায় : তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। শুভেচ্ছা মূল্য : দশ টাকা